‘ক্রিকেট আমার জীবনের বাড়তি পাওয়া’

আজ, ৩০ এপ্রিল **চুনী গোস্বামীর** ষষ্ঠ প্রয়াণ দিবস। ফুটবলার নয়, ক্রিকেটার চুনীকে নিয়ে লিখলেন **সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়**

অন্য মাঠে। ব্যাটিংয়ের মুহূর্তে চুনী গোস্বামী। পাশে, ফিল্ডিংয়ের সময়। ফাইল ছবি

ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার চুনী গোস্বামী মজা করে বলতেন, ‘প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলে যা পেয়েছি, সেটা আমার জীবনে ফাউ ছিল। বাড়তি পাওয়া।’

১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৭২-৭৩, এই দশ মরশুমে বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি, পূর্বাঞ্চলের হয়ে দলীপ ট্রফি, সফরকারী বিদেশি দলের বিরুদ্ধে দেশের আঞ্চলিক দলের হয়ে ক্রিকেট খেলেন চুনী। ১৯৬২ এশিয়ান গেমস ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ও ১৯৬৪ এএফসি এশিয়ান কাপ রানার্স (এই প্রতিযোগিতায় ভারতের এ পর্যন্ত সেরা পারফরমেন্স) ভারতীয় দলের অধিনায়ক চুনীর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সংগ্রহ ৪৬ ম্যাচে ১৫৯২ রান (সর্বোচ্চ ১০৩), ৪৭ উইকেট (সেরা ৫/৪৭) ও ৪০টি ক্যাচ।

দক্ষিণ কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের মাঠে ৯ বছর বয়সে ফুটবলার চুনী গোস্বামীর আবিষ্কর্তা মোহনবাগানের বলাইদাস চ্যাটার্জি। কিন্তু চুনীর ক্রিকেট কোচ কে? একবার নিজেই বলেছিলেন, ‘আমার ক্রিকেট কোচ ছিলেন গোপাল ভট্টাচার্য। ওই দেশপ্রিয় পার্কেই। মিলন সমিতিতে খেলার সময়। ৮-১০টা টেনিস বল জলে ভিজিয়ে সেগুলো ১০-১২ গজ দূর থেকে প্রচণ্ড জোরে ছুড়ে আমাকে ব্যাটিং প্র্যাকটিস করাতেন। ইনসুইং বোলিং করতেও শিখিয়ে ছিলেন।’

ডানহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটার ও মাঝারি গতির সিম বোলার চুনীর রনজিতে অভিষেক ম্যাচে বিপক্ষ ছিল হায়দরাবাদ। সেই দলের জোরে বোলার ছিলেন তৎকালীন বিশ্ব ক্রিকেটে ‘খুনী’ পেসার হিসেবে কুখ্যাত ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান টেস্ট তারকা রয় গিলক্রিস্ট। চুনী সেই ভয়াল ফাস্ট বোলিং সামলে ৪১ রান করা ছাড়াও শ্যামসুন্দর মিত্রর সঙ্গে শতরানের পার্টনারশিপ গড়েন, বোলিংয়ে নেন ৩ উইকেট।

১৯৬৮-৬৯ মরশুমের রনজি ফাইনালে সেসময়ের ৭ জন টেস্ট ক্রিকেটারে গড়া বোম্বের (তখন মুম্বই নাম হয়নি) বিরুদ্ধে চুনীর ম্যাচে ১৮০ রান (৯৬ ও ৮৪) এখনও পর্যন্ত বাংলার যেকোনও ব্যাটারের করা রনজি ফাইনালের ম্যাচে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড হয়ে আছে।

১৯৬৬-৬৭ মরশুমে ভারত সফরে সোবার্স-লয়েড-কানহাই-হল-গ্রিফিথ-লেস্টার কিং-দের অসীম শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল মাত্র একটিই ম্যাচ হেরেছিল কম্বাইন্ড মধ্যাঞ্চল-পূর্বাঞ্চল একাদশের কাছে। ইন্দোরে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ইনিংসের ব্যবধানে জয়ী সেই দলের হয়ে চুনী ব্যাটে ২৫ রানের পাশাপাশি বোলিংয়ে দু’ইনিংস মিলিয়ে ৮ উইকেট ও ২টি ক্যাচ নেন। তার মধ্যে ওয়েস হলের ক্যাচ ডিপ অনে দাঁড়ানো চুনী ৩০ গজ দৌড়ে ডিপ স্কোয়্যার লেগে ধরেন। এক সাক্ষাৎকারে পরে চুনী মন্তব্য করেছিলেন, “ম্যাচের পর গ্যারি সোবার্স বলেছিলেন, ‘এরকম একজন অলরাউন্ডারকে ভারতীয় দলে খেলতে দেখি না কেন?’ যখন শোনেন, আমি আসলে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক, অবাক হয়ে যান।” নিজেই বলতেন, ‘আমি ক্রিকেটকে সবসময় আমার দ্বিতীয় খেলা হিসেবে দেখেছি। যার জন্য ক্রিকেট মাঠে আমি কখনও চাপ অনুভব করিনি। সত্যি বলতে কী, সর্বোচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার ফিটনেস আর সাহসকে কাজে লাগিয়েই ক্রিকেটটা খেলতাম।’

টমাস কাপে চীনের কাছে হার ভারতের

আজকালের প্রতিবেদন

ডেনমার্কে অনুষ্ঠিত টমাস কাপ ব্যাডমিন্টনে ভারতের পুরুষ দল আগেই পৌঁছে গিয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে। ‘এ’ গ্রুপে বুধবার ছিল ভারতীয় দলের শেষ টাই। চীনের বিরুদ্ধে। ভারত হারল ২-৩ ফলে। প্রথম সিঙ্গলসে লক্ষ্য সেন হেরে যান বিশ্বের সাত নম্বর লি শিফেংয়ের কাছে ১৯-২১, ২১-৮, ১২-২১ পয়েন্টে। ডাবলসে বিশ্বের চার নম্বর, ভারতের তারকা জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি জুটি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেও হারে প্যারিস অলিম্পিকে রুপোজয়ী জুটি লিয়াং ওয়েই কেং-ওয়াং চ্যাংয়ের কাছে ১৩-২১, ২১-১৩, ২৪-২৬ পয়েন্টে। এই হার ভারতীয় দলকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেয়। এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় সিঙ্গলসে জেতেন ভারতের তরুণ তারকা আয়ুশ শেট্টি। ১৭-২১, ২১-১৩, ২১-১৫ পয়েন্টে জয়ী ওয়েং হং ইয়াংয়ের বিরুদ্ধে। যদিও এই টাইয়ে ভারতের জেতার আশা শেষ হয়ে যায় দ্বিতীয় ডাবসলসে হরিহরণ আমসাকরুনান-এমআর অর্জুন জুটি হেরে যাওয়ায়। চীন এগোয় ৩-১ ব্যবধানে। শেষ সিঙ্গলসে ভারতীয় দলকে সান্ত্বনার জয় এনে দেন এইচএস প্রণয়। ২০-২২, ২১-১৯, ২১-১১ হারান লু গুয়াং জু-কে। ‘এ’ গ্রুপে দ্বিতীয় হল ভারত, কোয়ার্টারে প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান।

কেনারা বৈঙ্ক Canara Bank
সিন্ডিকেট Syndicate

প্রেমিসেস অ্যান্ড এস্টেট সেকশন, সার্কল অফিস
২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন: ০৩৩ ২২৮৩ ১৫০১ / ১৫২৪
ই-মেল: pecokol@canarabank.com

বিকল্প প্রেমিসেস আবশ্যক

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে শাখার নিমিত্ত ২০ কেভিএ প্রয়োজনীয় পাওয়ার লোড সমেত ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ন্যূনতম পিলার, পৃথক প্রবেশপথ, প্রশস্ত সম্মুখভাগ, পার্কিংয়ের সুবিধাযুক্ত ও আরবিআই স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্ট্রং রুম নির্মাণে আগ্রহী এবং **অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে মেন রোডের ওপর** বাণিজ্যিক স্পেসের ভূস্বামীদের থেকে **দুই-বিড সিস্টেমে** প্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে:

ক্রম নং	স্থান ও এলাকা	জেলা	কার্পেট এরিয়া (সর্বাধিক)
১.	কলকাতা ক্যানিং স্ট্রিট	কলকাতা	২৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত

বিশদ তথ্য ব্যাঙ্কের http://www.canarabank.com ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। ওপরে লেখা অফিস থেকে আবেদনের বয়ান সংগ্রহ করা যাবে **অথবা** তা ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে। **পূরণ করা আবেদনপত্র সর্বশেষ ২১.০৫.২০২৬ দুপুর ৩টের মধ্যে জমা দিতে হবে।** কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে। **ব্রোকাররা যোগাযোগ করবেন না।**

এই বিষয় সম্পর্কিত কোনও বার্তা, সংশোধনী, পরিমার্জন, যদি থাকে, তা কেবলমাত্র ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র গৃহীত হবে না।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮.০৪.২০২৬

স্বাঃ- অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
সার্কল অফিস, কলকাতা

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৩ নং ফ্লোর, ১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন (মোবাইল): +৯১ ৯৮৩০৫৩৮৪০৯

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১)-সহ পঠনীয় পরিশিষ্ট IV অনুসারে]

যেহেতু, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)-এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদি আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে লেখা তারিখে নিম্নবর্ণিত বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, তৎসহ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদির প্রেক্ষিতে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম এবং ঠিকানা	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া অর্থাঙ্ক খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের (প্রতীকী) তারিখ
১. **মিঃ মৃদুল মণ্ডল** পিতা- মৃন্ময় মণ্ডল ২. **মিঃ মৃন্ময় মণ্ডল** পিতা- অধীর কুমার মণ্ডল **উভয়ের নিবাস:** সোনাটিকুরি, নওদা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১৭৫	ক) ₹২২,২৮,৯৬৬.০০, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০২৭৭৯৯৫৫০-এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ১৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০১.০৫.২০২৪ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে) এবং ₹৫০,৮৪৯.৮৫, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০২৭৭৯৯৫৬৩-এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ১৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০১.০৫.২০২৪ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে) খ) ১৫.১০.২০২৫ গ) ২৮.০৪.২০২৬

তফসিল, বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সামান্য কমবেশি ৩ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- সোনাটিকুরি, এল আর প্লট নং ২৬৭০/৪৪৫৯, এল আর খতিয়ান নং ৭৬৮৯, জে এল নং ০১৪, তৌজি নং ২৭৫৭, এসডিএসআরও- আমতলা, থানা- নওদা, পোঃঅঃ- সোনাটিকুরি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১৭৫, তৎসহ এর উপরিস্থিত বাড়ি ও কাঠামো।

তারিখ: ৩০.০৪.২০২৬
স্থান: সোনাটিকুরি

অনুমোদিত আধিকারিক
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হলুদ কার্ডে শিথিলতা, লাল কার্ডে কড়াকড়ি বিশ্বকাপে

আজকালের প্রতিবেদন

অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা বাড়িয়ে ৪৮ করা, নকআউট পর্যায়ে রাউন্ড অফ ৩২-এর অন্তর্ভুক্তি, তিনটি দেশ মিলিয়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন— নবরূপের বিশ্বকাপ কেমন হবে, সেই নিয়ে ফুটবলমহলে আলোচনা তুঙ্গে। ফরম্যাটের পাশাপাশি এবার ম্যাচ পরিচালনা থেকে কার্ডের নিয়মও বদলানো হল। ম্যাচ সংখ্যা বাড়ায় নির্বাসনের নিয়ম যেমন কিছুটা শিথিল করা হয়েছে, তেমনই কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাল কার্ডে কড়াকড়ি আনা হল। নিয়মের বদলগুলি বুধবার ফিফা ও ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড ঘোষণা করল।

প্রতিযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে যাতে দলগুলি সেরা ফুটবলারদের পায়, তার জন্য হলুদ কার্ড দেখে নির্বাসনের নিয়মে পরিবর্তন আনা হয়েছে। গ্রুপ পর্যায়ে কোনও ফুটবলার একটি হলুদ কার্ড দেখলে নকআউট পর্যায়ে সেটিকে ধরা হবে না। একইভাবে সেমিফাইনালে ওঠা দলের ফুটবলারদের আগে দেখা হলুদ কার্ড বিবেচিত হবে না। অতীতে গ্রুপ পর্যায় থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত হলুদ কার্ডে ছাড় দেওয়ার নিয়ম ছিল না। তবে দুটি হলুদ কার্ডে এক ম্যাচের নির্বাসন নিয়ম অপরিবর্তিত থাকছে।

লাল কার্ড দেখানোর ক্ষেত্রে বেশকিছু চমকপ্রদ নিয়ম লাগু করা হয়েছে। মাঠে ফুটবলাররা বচসায় বা সঙ্ঘর্ষে জড়ালে সেইসময় যদি কোনও ফুটবলার মুখ ঢেকে কথা বলেন, তাহলে তাঁকে সরাসরি লাল কার্ড দেখাতে পারেন রেফারি। অপ্রীতিকর কোনও ঘটনা ঘটলে দোষীদের চিহ্নিত করার জন্যেই এই নিয়ম। আবার রেফারির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কোনও ফুটবলার যদি মাঠ থেকে বেরিয়ে যান, তাঁকে সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হবে।

ইচ্ছাকৃতভাবে সময় নষ্ট বন্ধ করতেও তৎপর ফিফা। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ৫ সেকেন্ডের মধ্যে গোল কিক ও থ্রো নিতে না পারলে বল পজেশন প্রতিপক্ষকে দিয়ে দেওয়া হবে। ফুটবলার পরিবর্তনেও সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ১০ সেকেন্ডের মধ্যে পরিবর্তিত ফুটবলার মাঠে না নামলে ১০ জনেই খেলতে হবে।

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক ...भरोसे का प्रतीक !
punjab national bank ...the name you can BANK upon!

২৬.০৫.২০২৫ তারিখের
ই-নিলাম
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, দুর্গাপুর
সিটি সেন্টার, রেড ক্রস রোড, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ই-মেল: cs8222@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ই-নিলামের তারিখ ২৬.০৫.২০২৬, দুপুর ২টো পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ [সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক / বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম, ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতার নাম] এবং দখলের প্রকৃতি	ক) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ১৩(২) নোটিসের তারিখে বকেয়া	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (টাকার অঙ্কে)	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় সম্পর্কিত তথ্য
১.	**শাখা অফিস: পানাগড়** **মেসার্স মিমোসা ট্রেডিং** **প্রোপ্রাইটর: সানন্দা রায়** গ্রাম- বোধমাটি, পোঃঅঃ- চারিচা, থানা- মহম্মদ বাজার, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩১১২৭ **প্রোপ্রাইটর/ জামিনদারগণ:** **১. মিসেস অলিভিয়া ঘোষ,** স্বামী- কৌশিক ঘোষ, গ্রাম- কালী পার্ক, পোঃঅঃ- রাজারহাট গোপালপুর, থানা- এয়ারপোর্ট, কলকাতা- ৭০০১৩৬ **২. মিঃ সৈকত কুমার রায়,** পিতা- শ্রী স্বদেশ রঞ্জন রায়, পূর্ব পুটিয়ারি, দক্ষিণপাড়া, হাউস নং এম/৭৬, থানা- রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৯৩ **৩. মিসেস সানন্দা রায়, মেসার্স মিমোসা ট্রেডিংয়ের প্রোপ্রাইটর** গ্রাম- বোধমাটি, পোঃঅঃ- চারিচা, থানা- মহম্মদ বাজার, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩১১২৭ **৪. মিঃ স্বদেশ রঞ্জন রায়,** পূর্ব পুটিয়ারি, দক্ষিণপাড়া, হাউস নং এম/৭৬, থানা- রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৯৩	**সম্পত্তি নং ১:** নিম্নোক্ত ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: ‘প্রান্তিক আবাসন’, প্রেমিসেস নং ‘বি’, তৃতীয় তল (২ নং ফ্লোর), মৌজা- সালুয়া, থানা- এয়ারপোর্ট, জে এল নং ৩, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ১০৯০ বর্গফুট, মৌজা- সালুয়া, সি এস প্লট নং ৪০৩, আর এস এবং এল আর প্লট নং ৪১৮ ও ৪১৯, জে এল নং ৩, থানা- আলিপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, দলিল নং ৩৬৯/২০১৬ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী অলিভিয়া ঘোষ। **সম্পত্তি নং ২:** সৈকত কুমার রায়, পিতা- শ্রী স্বদেশ রঞ্জন রায়-এর স্বত্বাধীন নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা- নির্ভয়পুর, জে এল নং ১১০, আর এস খতিয়ান নং ১১২, ২৫৫, এল আর খতিয়ান নং ৬১ ও ৪৮৯, হাল খতিয়ান নং ৫৯৫, প্লট নং ৩৫৪ ও ৩৪৮, মোট জমি ২০২ ডেসিমেল, গ্রাম- বোধমাটি, পোঃঅঃ- চারিচা, থানা- মহম্মদ বাজার, এডিএসআর- সিউড়ি, জেলা- বীরভূম, ২০০৯ সালের বিক্রয় দলিল নং ২২৭৯ অনুযায়ী। **[সম্পত্তিগুলি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০৪.০৩.২০২৩ খ) ২৫.০৭.২০২৩ এবং ২৭.০৭.২০২৩ গ) ₹১,১৮,৮৯,২৮৭.৭০ (এক কোটি আঠারো লক্ষ উননব্বই হাজার দুশো সাতাশি টাকা এবং সত্তর পয়সা মাত্র), আগের নোটিসে উল্লেখমতো	**সম্পত্তি নং ১** ক) ₹৪১,৫১,০০০.০০ খ) ₹৪,১৫,১০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ **সম্পত্তি নং ২** ক) ₹১,৪১,২৪,০০০.০০ খ) ₹১৪,১৩,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	**২৬.০৫.২০২৬** **সকাল ১১টা থেকে** **বিকেল ৪টে**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
২.	**শাখা অফিস: পানাগড়** **অ্যাকাউন্টের নাম: বি বি ট্রেডিং কোং** **ঋণগ্রহীতাগণ : মেসার্স বি বি ট্রেডিং কোং** **অংশীদারগণ: কাজি নাসিরউদ্দিন,** পিতা- কাজি আবদুল রশিদ, গ্রাম- রসুলপুর, পোঃঅঃ- পঞ্চসূয়া, থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২৪০ **কাজি নাসিরউদ্দিন,** পিতা- কাজি আবদুল রশিদ, গ্রাম- রসুলপুর, পোঃঅঃ- পঞ্চসূয়া, থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২৪০ **কাজি নাজিমউদ্দিন,** পিতা- কাজি আবদুল রশিদ, গ্রাম- রসুলপুর, পোঃঅঃ- পঞ্চসূয়া, থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২৪০	**সম্পত্তি নং ১:** বিল্ডিংয়ের ২ নং ফ্লোরে ২টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং, ১টি কিচেন, ১টি বাথ/ প্রিভি ও ১টি বারান্দা নিয়ে গঠিত ফ্ল্যাট নং ৩এ-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ১৬০, হোল্ডিং নং ১০৬/১৬, গোপাল জিউ মন্দির রোড, পোঃঅঃ- বিরাটি, থানা- নিমতা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৫১, মৌজা- বিরাটি, জে এল নং ৭, খতিয়ান নং ১৩৮, ৭১৯, তৌজি নং ১৭২ ও ১৭৪, দাগ নং ১৩৪, দলিল নং I-১৩৮৭৭/২০১৩ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা কাজি নাজিমউদ্দিন-এর নামে। **সম্পত্তি নং ২:** বিল্ডিংয়ের ২ নং ফ্লোরে ২টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং, ১টি কিচেন, ১টি বাথ/ প্রিভি ও ১টি বারান্দা নিয়ে গঠিত ফ্ল্যাট নং ৩বি-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ১৬০, হোল্ডিং নং ১০৬/১৬, গোপাল জিউ মন্দির রোড, পোঃঅঃ- বিরাটি, থানা- নিমতা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৫১, মৌজা- বিরাটি, জে এল নং ৭, খতিয়ান নং ১৩৮, ৭১৯, তৌজি নং ১৭২ ও ১৭৪, দাগ নং ১৩৪, দলিল নং I-১৩৮৭৮/২০১৩ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা কাজি নাসিরউদ্দিন-এর নামে। **[সম্পত্তিগুলি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০৬.০১.২০১৬ খ) ২৭.০৪.২০১৬ গ) ₹৯১,৫৯,৩২৯.০০ (একানব্বই লক্ষ উনষাট হাজার তিনশো উনত্রিশ টাকা মাত্র)	**সম্পত্তি নং ১** ক) ₹১৯,৮৮,০০০.০০ খ) ₹১,৯৮,৮০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ **সম্পত্তি নং ২** ক) ₹১৯,৮৮,০০০.০০ খ) ₹১,৯৮,৮০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	**২৬.০৫.২০২৬** **সকাল ১১টা থেকে** **বিকেল ৪টে**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩.	**শাখা অফিস: পানাগড়** **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স অর্কিড (প্রোপ্রাইটর: কমল কয়াল)** জোকা বারুইপাড়া, পোঃঅঃ- আরসি ঠাকুরানি, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১০৪ **সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার:** **মিসেস সুজাতা কয়াল,** স্বামী- কমল কয়াল, জোকা বারুইপাড়া, পোঃঅঃ- আরসি ঠাকুরানি, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১০৪ **মিঃ কমল কয়াল, মেসার্স অর্কিডের প্রোপ্রাইটর** জোকা বারুইপাড়া, পোঃঅঃ- আরসি ঠাকুরানি, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১০৪	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ‘পবিত্র মেগা মল’, ‘টলি টুইন’, ব্লক ১, তৃতীয় তল (সেকেন্ড ফ্লোর), সামনের অংশে, মৌজা- রামচন্দ্রপুর, জে এল নং ৩১, আর এস নং ৩৩৪, আর এস দাগ নং ২৪/২০১ ও ২৫, আর এস খতিয়ান নং ১৫০ ও ১৬৭, তৌজি নং ১৮, থানা- ঠাকুরপুকুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১০৪, কভার্ড এরিয়া ১৯৫০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরি